বিষয়বস্তুঃ তাকবীরে তাশ্‌রীক ও ঈদুল আযহা

যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম জুমুআর বয়ান

(৪ যুল হিজ্জাহ ১৪৪৪ হিজরী, ২৩ জুন ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১০০

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَاذْكُرُوْا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوْدَاتٍ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ .

ঈমানদার ভাই সকল ! আজ যুল হিজ্জাহ মাসের ৪ তারিখ, প্রথম জুমুআ। যেহেতু পবিত্র ঈদুল আযহার আর মাত্র ৬ দিন বাকি আছে, তাই আজ আমরা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। (১) তাকবীরে তাশ্‌রীক, (২) ঈদুল আযহার কিছু করণীয় আমল।

প্রথমেই একটি কথা আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিই, প্রতি বছর এই যুল হিজ্জাহ মাসের ৯ তারিখের ফজর থেকে ১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত সর্বমোট ২৩ ওয়াক্ত

নামাযে, প্রত্যেক ফরয নামাযের পর উচ্চস্বরে একটি বিশেষ তাকবীর পড়া হয়, যাকে শরীয়তের পরিভাষায় তাকবীরে তাশ্‌রীক বলা হয়।

এই তাকবীরে তাশরীক সম্পর্কে আমরা প্রথমে একটি আয়াত লক্ষ্য করি। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে সূরা বাকারার ২০৩ নাম্বার আয়াতে বলেছেনঃ وَاذْكُرُوْا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوْدَاتٍ "তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর সংখ্যায় গোনা কয়েকটি দিনে।" মুফাসসির সম্রাট আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রযি) বলেছেনঃ এ আয়াতের মধ্যে 'কয়েকটি দিনে যিকির করা' বলতে বোঝান হয়েছে তাকবীরে তাশরীক পড়ার দিনগুলি।

সুধী বন্ধুগণ ! আজ আমরা প্রথমে তাকবীরে তাশরীক সম্পর্কে পরস্পর ৪টি বিষয় জানবঃ (১) তাকবীরে তাশরীক কাকে বলে ? (২) তাকবীরে তাশরীক পড়া কবে থেকে চালু হয়েছিল ? (৩) তাকবীরে তাশরীক কোন দিনগুলিতে পড়তে হয় ? (৪) তাকবীরে তাশরীক পড়া কাদের উপর ওয়াজিব ? এবং কত বার করে পড়তে হয় ?

প্রথম বিষয়ঃ তাকবীরে তাশরীক কাকে বলে ? এ বিষয়ে ‘মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা’ নামক কিতাবে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রযি) তাকবীরে তাশরীক এভাবে পড়তেনঃ

أَللهُ أَكْبَرْ أَللهُ أَكْبَرْ– لَا الٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرْ– أللهُ أَكْبَرْ وَللهِ الْحَمْد

এটাকে বলা হয় তাকবীরে তাশরীক।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ তাকবীরে তাশরীক পড়া কবে থেকে চালু হয়েছিল ? এ সম্পর্কে আমরা একটি ঘটনা লক্ষ্য করিঃ সহীহ বুখারীর বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ) ‘আল বিনায়াহ’ কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ১৩০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন নিজের প্রিয়পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী দেওয়ার জন্য মক্কার সাবীর পাহাড়ের তলদেশে পৌঁছলেন, অতঃপর তাঁর গলায় ছুরি চালাতে গেলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আসমান থেকে একটি দুম্বা নিয়ে হাযির হলেন এবং পিতা-পুত্রের কুরবানীর এই দৃশ্য দেখে

বলেছিলেনঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। জিবরাঈলের আওয়াজ শুনে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম উত্তরে বলেছিলেনঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার। অতঃপর ইসমাঈল আলাইহিস সালাম আসমানী দুম্বা দেখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বলেছিলেনঃ আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ। এই বাক্যগুলি আল্লাহ তায়ালা এতটা পছন্দ করেছিলেন যে, তারপর থেকে যত নবী পৃথিবীতে এসেছিলেন সকলকে এই তাকবীর পড়ার আদেশ দিয়েছিলেন এবং কুরবানী করতে বলেছিলেন। অবশেষে সেই স্মৃতিকে বহাল রাখার জন্য আখিরী নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তাঁর উম্মতদেরকেও এই তাকবীর পড়ার নির্দেশ দিলেন। এটাই হল তাকবীরে তাশরীকের ইতিহাস।

তৃতীয় বিষয়ঃ তাকবীরে তাশ্‌রীক কোন দিনগুলিতে পড়তে হয় ? এ সম্পর্কে ফাতাওয়া শামীর তৃতীয় খণ্ডের ৬৪,৬৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, যুল হিজ্জাহ মাসের ৯ তারিখের ফজর থেকে ১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত, সর্বমোট ৫ দিনে

২৩ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব।

তবে এ বছর কবে থেকে তাকবীরে তাশরীক পড়া হবে ? এ বিষয়ে একটু মনযোগ দিয়ে শুনুন। যেহেতু আজ শুক্রবার যুল হিজ্জাহ মাসের ৪ তারিখ, তাই আগামী বুধবার হচ্ছে ৯ তারিখ। অতএব, আমরা আগামী বুধবার ফজরের নামায থেকে তাকবীরে তাশরীক পড়া আরম্ভ করব, ইনশা আল্লাহ।

চতুর্থ বিষয়ঃ তাকবীরে তাশরীক কাদের উপর ওয়াজিব এবং কতবার করে পড়তে হয় ? এ সম্পর্কে 'মাবসূত' নামক কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী, শহরবাসী কিংবা গ্রামবাসী, মুসাফির কিংবা মুকীম, একাকী নামায আদায়কারী অথবা জামাআতের সাথে নামায আদায়কারী, ইমাম কিংবা মুক্তাদী, সকলের উপর তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব।

মোটকথা, যার উপর ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয, তার উপর প্রত্যেক ফরয নামাযের পর কমপক্ষে ১ বার তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব। আর ফাতাওয়া আলমগীরির প্রথম খণ্ডের ১৬৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, পুরুষেরা পড়বে উচ্চস্বরে আর মহিলারা পড়বে নিম্নস্বরে।

এখানে আর একটি কথা মনে রাখবেন, ফিকাহ শাস্ত্রের কোন কোন কিতাবে লেখা আছে, তাকবীরে তাশরীক ৩ বার পড়া সুন্নত বিরোধী বা বিদআত। একথাটি সঠিক নয়। সঠিক কথা হল, ১ বার পড়া ওয়াজিব। তবে সুন্নত না মনে করে শুধুমাত্র অতিরিক্ত সাওয়াবের উদ্দেশ্যে একাধিক বার পড়লে মুস্তাহাব বলে গণ্য হবে। এ বিষয়টি 'তহ্তাবী আলা মারাকিল ফালাহ' কিতাবের ৫৩৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! এ পর্যন্ত আমরা তাকবীরে তাশরীক সম্পর্কে ৪ টি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলাম। তবে এখানে একটি বিশেষ কথা জানার আছে। সেটা হল, এই ৫ দিন তাকবীর তাশরীক পড়ার মুখ্য উদ্দেশ্য কী ?

জেনে রাখা দরকার, তাকবীরে তাশরীক পড়ার মুখ্য উদ্দেশ্য হল দু'টি, (১) আল্লাহ তায়ালার বেশি বেশি বড়ত্ব বয়ান করা, আর (২) আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। তাকবীরে তাশরীকের শব্দগুলির অর্থের দিকে খেয়াল করলেই আমরা দু'টি উদ্দেশ্য বুঝতে পারব।

খেয়াল করুন, أَللهُ أَكْبَرْ أَللهُ أَكْبَرْ "আল্লাহ সবচেয়ে মহান, আল্লাহ সবচেয়ে মহান" لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرْ লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার "আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ সবচেয়ে মহান" أللهُ أَكْبَرْ وَللهِ الْحَمْد "আল্লাহ সবচেয়ে মহান, এবং আল্লাহর জন্য যাবতীয় প্রশংসা।" এই পূর্ণ বাক্যটির মধ্যে আল্লাহর বড়ত্ব এবং প্রশংসা দুটিই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই ৫ দিনেতে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার অর্থ নাই বুঝে আসল, কেননা আমরা কুরবানীর গোশত বেশি বেশি ভক্ষণ করি। তবে আল্লাহর বড়ত্ব বয়ান করতে হয় কেন ? এর পিছনে রহস্য কী ?

জেনে রাখা দরকার, উলামায়ে কিরামগণ এ বিষয়ে একটি সুন্দর ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। সেটা হল এই যে, এই ৫ টি দিনেতে যেহেতু হাজার হাজার পশুকে কুরবানীর উদ্দেশ্যে যবেহ করা হয়, আর সেই পশুগুলিকে যবেহ করা দেখে মানুষের মনের মধ্যে হয়ত এমন ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, এই পশুগুলির জীবন-মরণ আমাদের হাতে। যার ফলে মনের মধ্যে অহুংকার পয়দা হতে পারে। যেমন কিয়ামতের পূর্বে দাজ্জাল এসে সকলের সামনে দু'জন মানুষকে গ্রেফতার করে তাদের মধ্য থেকে একজনকে হত্যা করে বলবেঃ দেখো ! এর মৃত্যু আমার হাতে। আর অপরজনকে হত্যা না করে ছেড়ে দিয়ে বলবেঃ দেখো ! এর জীবন আমার হাতে। অতঃপর সে অহুংকার করে বলবেঃ সুতরাং আমি খোদা, আমি সবচেয়ে মহান। অনুরূপভাবে কুরবানীর দিনগুলিতে পশু কুরবানী দেখে, মানুষের মনের মধ্যে যেন এমন অহুঙ্কার পয়দা না হয় যে, আমাদের হাতেই এই পশুদের জীবন-মরণ নির্ভর করছে। আমরাই সবচেয়ে মহান। তাই এই দিনগুলিতে বেশি বেশি

তাকবীর পড়ে আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করতে বলা হয়েছে। যাতে করে মানুষের মনের মধ্যে অহুংকার পয়দা না হয়। সুনানে তিরমিযীর বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ তুহ্ফাতুল আলমায়ীর ১ম খণ্ডের ২৪৬ পৃষ্ঠায় পশু যবেহ করার পূর্বে বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার পড়ার এমনই হিকমত বর্ণনা করা হয়েছে।

সম্মানিত বন্ধুগণ ! ঈদুল আযহার আর মাত্র ৬ দিন বাকি আছে। আগামী বৃহস্পতিবার আমরা ঈদুল আযহা পালন করব, ইনশাআল্লাহ। যেহেতু ঈদের আগে আর কোন জুমুআ পাওয়া যাবে না, তাই আমরা ঈদুল আযহার কিছু করনীয় আমল সম্পর্কে জেনে নেব।

ঈদের দিনের (১) আমল হল, যতটা সম্ভব রাত জেগে নফল ইবাদাত আদায় করা, (২) ফজরের সময় সত্বরে ঘুম থেকে উঠে জামাআতের সাথে নামায আদায় করা, (৩) ঈদের নামাযে যাওয়ার আগে মিসওয়াক সহ গোসল করা, (৪) উত্তম পোশাক পরিধান করা, (৫) আতর (সুগন্ধি)

ব্যবহার করা, (৬) ঈদুল আযহার দিনে কিছু না খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া সুন্নত। আর রোযার ঈদে কিছু খেয়ে যাওয়া সুন্নত, (৭) ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া সুন্নত, (৮) ঈদুল আযহার দিনে ময়দানে যাওয়ার সময় জোরে জোরে তাকবীরে তাশরীক পড়তে পড়তে যাওয়া, (৯) ঈদের নামাযের পর কুরবানীর গোশত দ্বারা দিনের আহার শুরু করা। (১০) ঈদুল আযহার নামায যথা সম্ভব দ্রুত আদায় করা সুন্নত। যাতে করে নামাযের পর কুরবানীর পশু যবেহ করার কাজ তাড়াতাড়ি আরম্ভ করা যায় এবং সেই গোশত দিয়ে যেন দিনের আহার শুরু করা যায়। (১১) পশু কুরবানী করার পর শরীরের অতিরিক্ত চুল ও নোখ কাটা। ফিকাহ শাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাবে এ আমলগুলির কথা লেখা আছে।

অনুরূপভাবে ঈদের দিনে কিছু বর্জনীয় আমল আছে। (১) ঈদের দিনে রোযা রাখা হারাম। মনে রাখবেন, দুই ঈদের দিন এবং ঈদুল আযহার পর ৩ দিন, বছরে মোট ৫

দিন রোযা রাখা হারাম। (২) ঈদের দিন সকালে ঈদের নামাযের পূর্বে নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ।

পরিশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণ করিয়ে দিই। সেটা হল, আমরা কুরবানীর পশুর রক্ত, হাড়-হাড্ডি এবং বিশেষ করে ভুড়ির বর্জ পদার্থগুলি যত্রতত্র ফেলে রাখব না। এতে যেমন পরিবেশ দুষিত হয়, পথচলা মানুষের কষ্ট হয়, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত নারায হন। সবচেয়ে উত্তম হল, এগুলি এমন স্থানে ফেলা, যেখানে ফেললে মানুষের কষ্ট না হয়। অথবা মাটিতে পুঁতে দেওয়া। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে শরীয়তের আলোকে জীবনযাপন করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল